তারিখ 12 JUL 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

যুগান্তর

টিচার হান্টিং

মু. মিজানুর রহমান মিজান

শিক্ষক হলেন জাতি গঠনের ইঞ্জিনিয়ার, জাতিকে যেমন ইচ্ছা রূপ দিতে পারেন। শেখাতে কে বা না পারেন? শেখানোর কৌশল কম-বেশি সবারই জানা আছে। তাই বলে কি সবাই শিক্ষক? শিক্ষক হওয়া সহজ কাজ নয়। এজন্য প্রয়োজন যোগ্যতা, দক্ষতা, সচেতনতা, ত্যাগ, উদারতা, সক্রিয়তা ইত্যাদি। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধারার সৃজনশীলতা নির্ভর পেশা রয়েছে, যার একটি শিক্ষকতা। তবে শিক্ষকতা পেশার কদর ও দায়বদ্ধতা সবার উপরে। পেশার প্রতি সম্মান রেখে ভালোবাসা ও মমত্বের দরজা খুলে দিয়ে যতবেশি সম্ভব সৃজনশীল হওয়ার চেষ্টা থাকা দরকার প্রত্যেক শিক্ষকের মনে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষকের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া ভার।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় নিয়োজিতদের অধিকাংশই প্রথমে এই পেশায় যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন না। ইচ্ছা ছিল, অন্য কিছু করে জীবনযাপন করার। কিন্তু প্রত্যাশিত কাজ না পেয়ে তারা অবশেষে নিজেকে শিক্ষক হিসেবে আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছেন। যেহেতু জীবনের প্রস্তুতি পর্বে শিক্ষক হওয়ার বাসনা ছিল না, এজন্য শিক্ষক হওয়ার পর অনেকেই হীনম্মন্যতায় ভুগেন। যথাযথ প্রশিক্ষণের পরও তাদের মধ্যে শিক্ষকসুলভ চনমনে ভাবটি দৃশ্যমান হয় না। অনেকেই ভেবে থাকেন, তারা ছোট পরিসরের বা ছোট মর্যাদার পেশায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন। পাশাপাশি তাদের বন্ধু-বান্ধবরাও উপহাস করেন এই বলে, কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছে। অথচ আমরা সবাই বলে থাকি, শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা।

সত্যি কথা হল, বাংলাদেশে শিক্ষকের মর্যাদা অনেকটাই কাগুজে। আমরা যেমন শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে জানি না, তেমনি একজন শিক্ষকও অনেক সময় ভুলে যান— তিনি একজন শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে তার মধ্যে কর্তব্য ও দায়িত্ববোধেরও অভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য দেশে অনেক যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন এবং তারা যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

যত দ্রুত সম্ভব এ অবস্থা দূর করতে হবে। সবাইকে শিক্ষা সচেতন হতে হবে। শিক্ষা এবং শিক্ষকের আসল মর্যাদা বুকে ধারণ করে কাজ করলে এটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। বর্তমানে যারা শিক্ষার্থী, পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে— তাদের বড় একটি অংশের

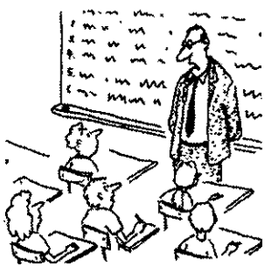

প্রতিজ্ঞা করা উচিত 'কোয়ালিটি শিক্ষক' হওয়ার জন্য। সরকারও আলাদা কোনো প্রজেক্ট কিংবা প্রোগ্রামের মাধ্যমে 'টিচার হান্ট' করতে পারে। দেশে ক্রীড়া ও বিনোদন জগৎ সমৃদ্ধ করার মানসে খেলোয়াড় ও অভিনেতা হান্টিং চলে, কিন্তু জাতি নামক তরীর সুদক্ষ মাঝি তৈরির জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই। এ কাজ বেসরকারিভাবে আপাতত সম্ভব নয়। তাই সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষকের মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো তৈরি এবং শিক্ষক হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু যোগ্যতার বাধ্যবাধকতাসহ বিধিনিষেধের কঠোরতা সৃষ্টি করে 'টিচার হান্ট' প্রোগ্রাম চালু করলে দেশের শিক্ষা খাত লাভবান হবে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
mrm1mizan@gmail.com